সচিত্র শিশির

বুদ্ধের জন্ম।

ত্র

নশির

রূ

প

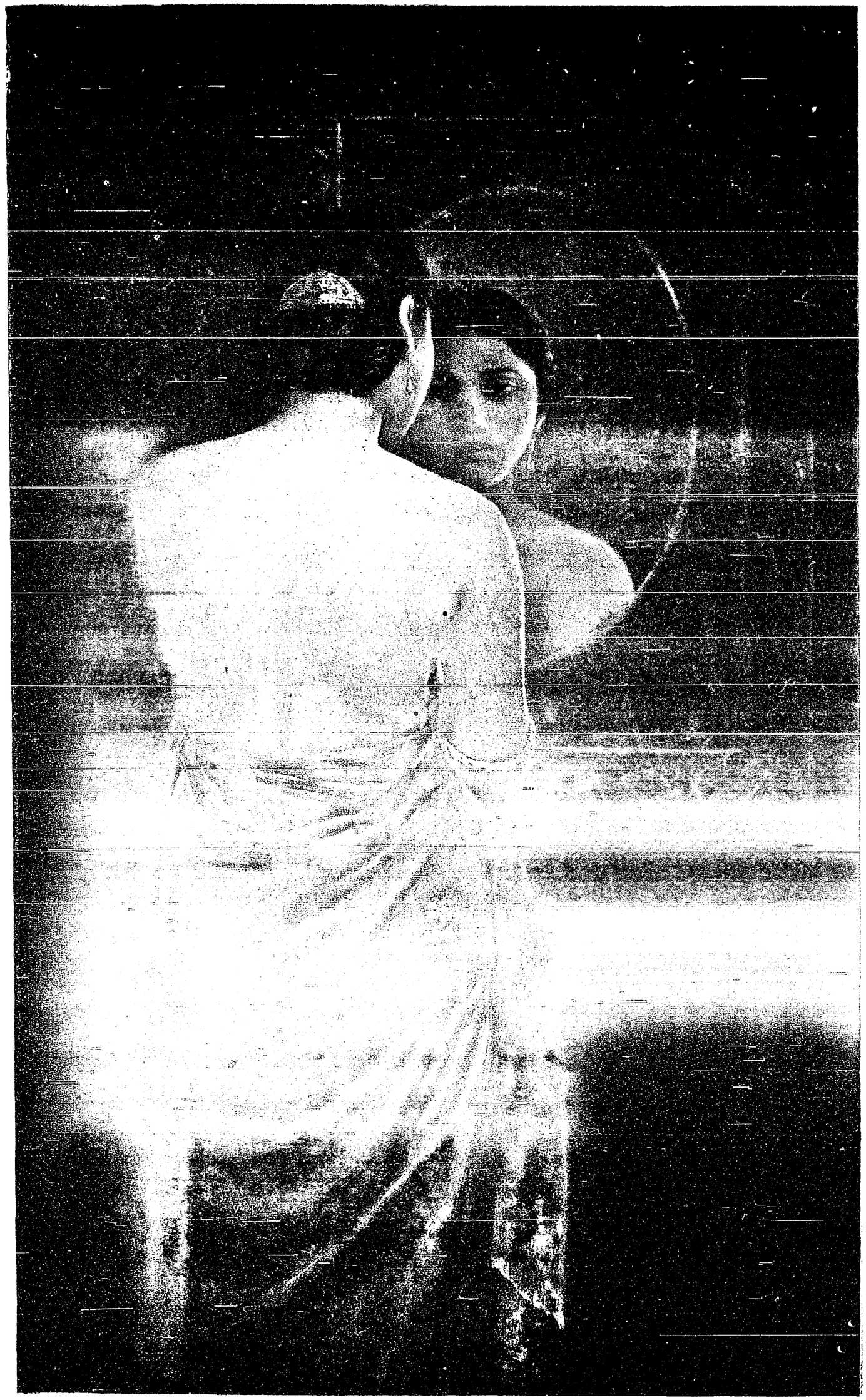

চিত্রশিল্পী—
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ
মজুমদার।

১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

ত্র
শির

দুঃখিনী

শিল্পী—
শ্রীযুক্ত যামি
রঞ্জন
সৌজন্যে

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

পূজারিণী

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

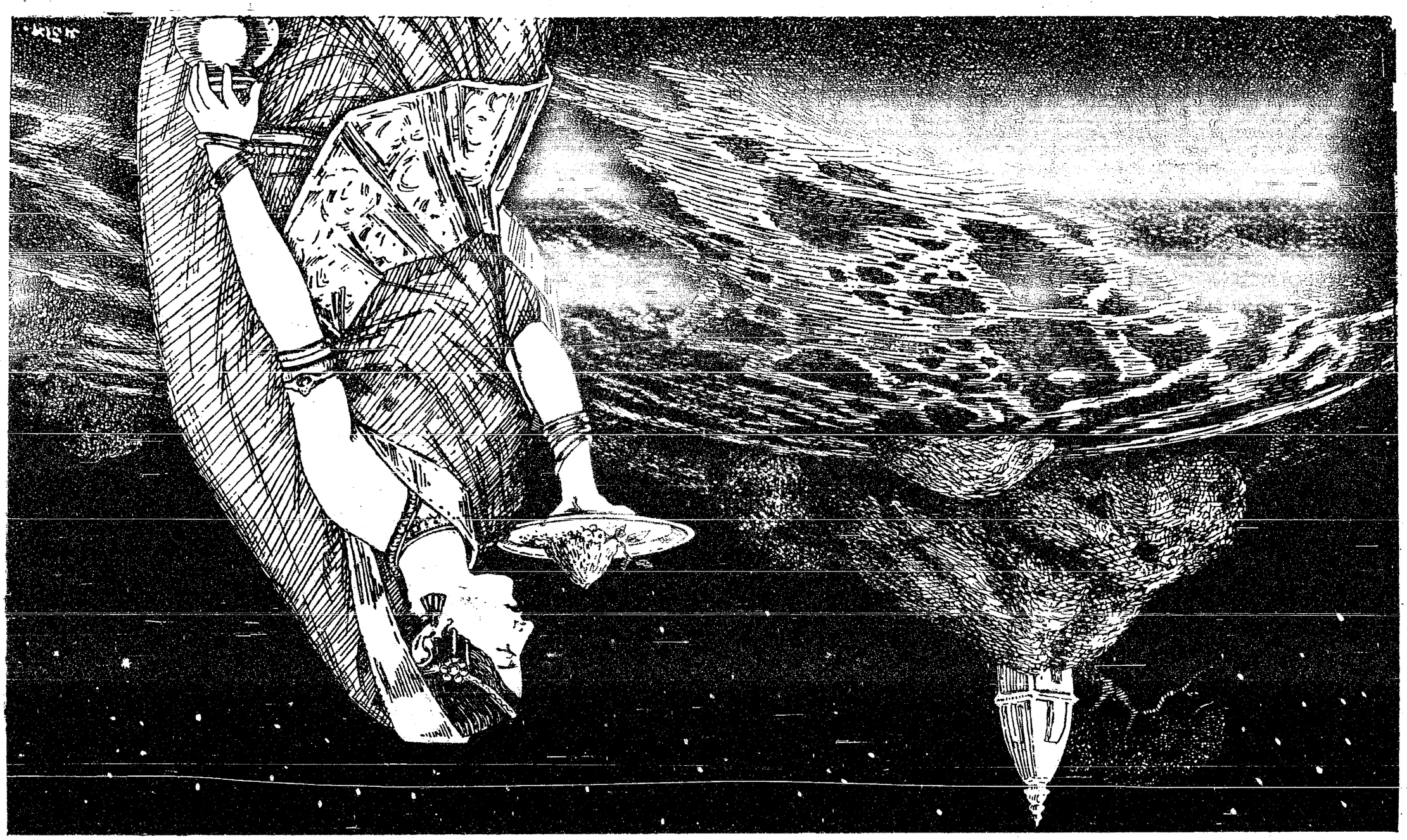

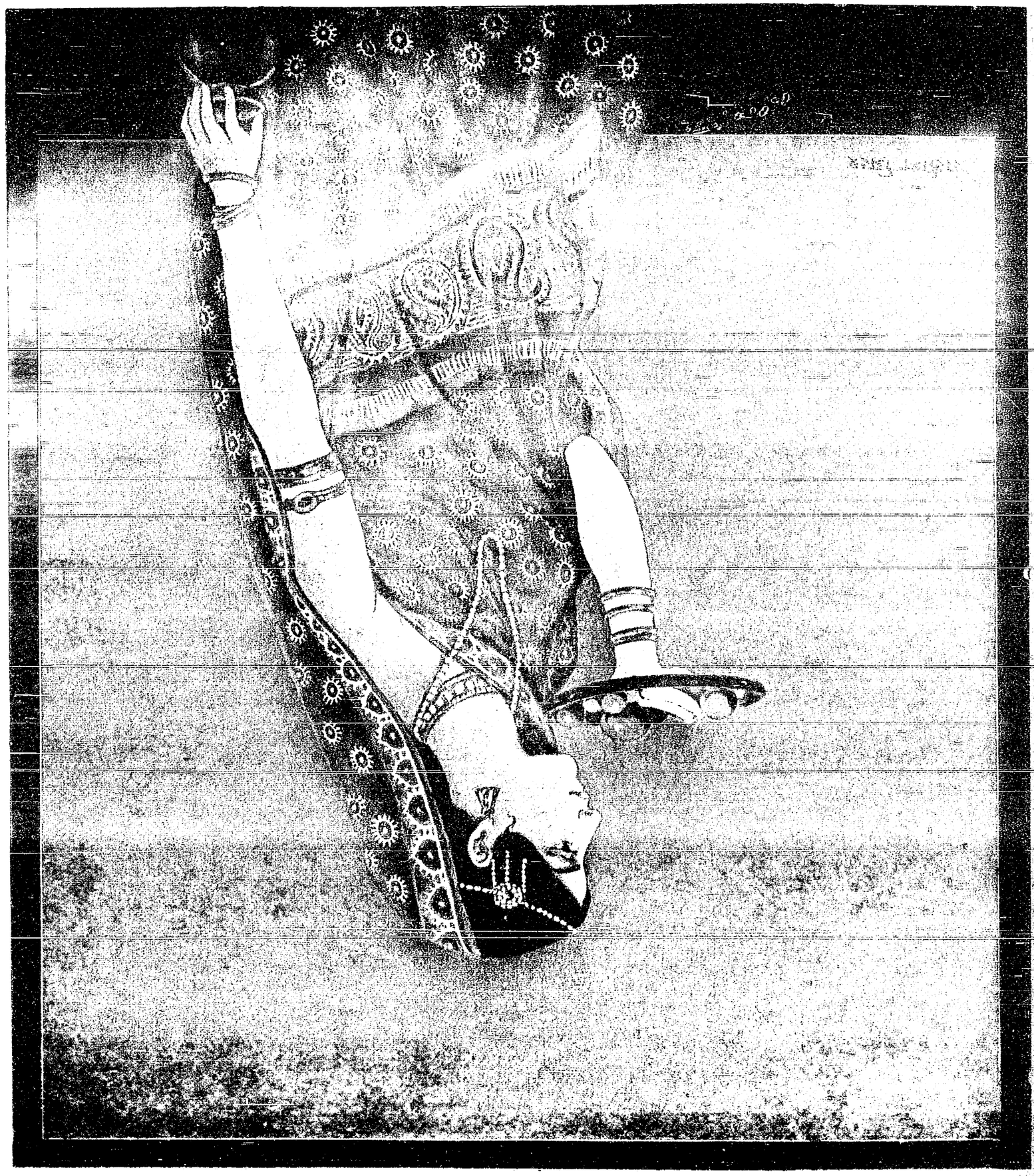

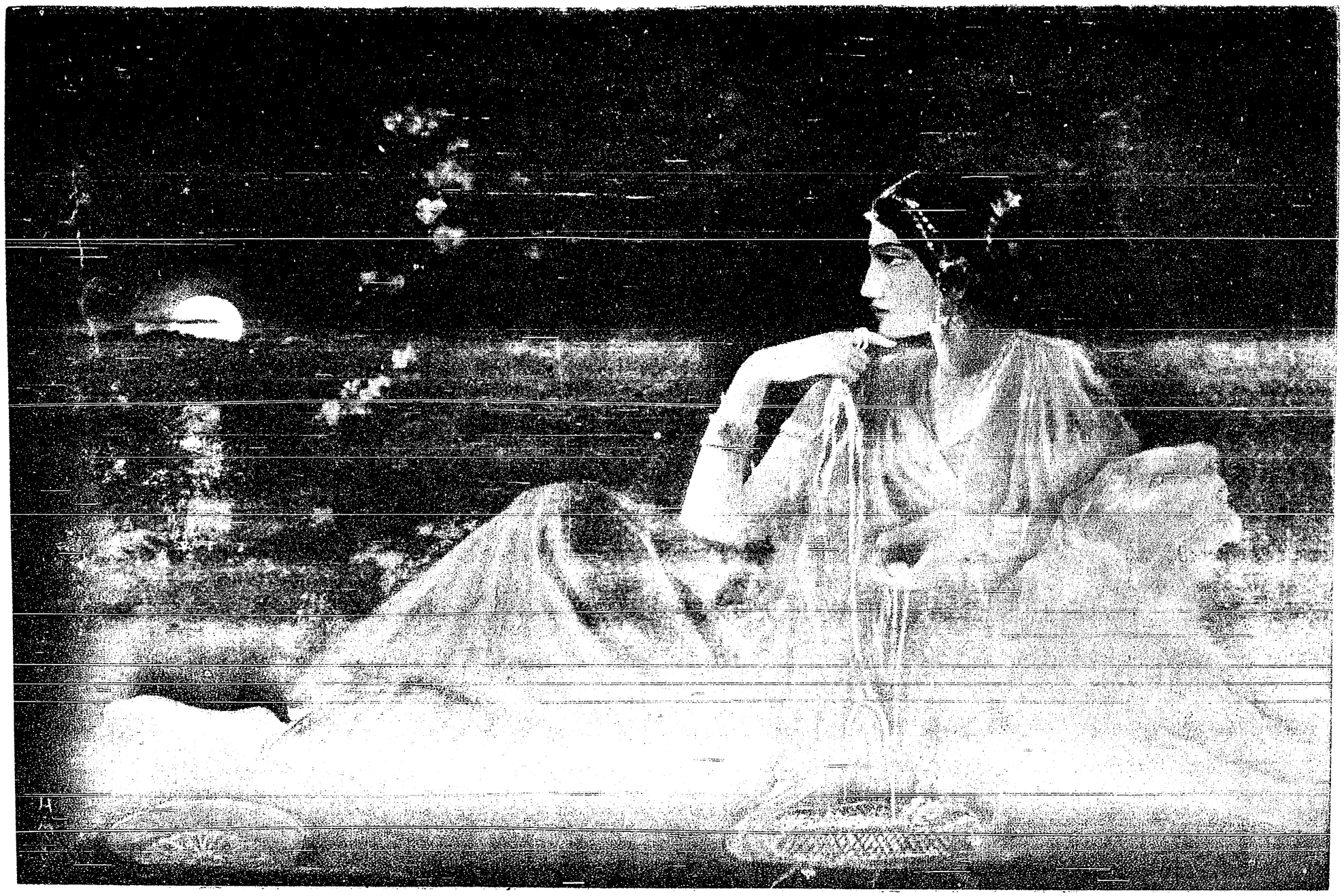

"চাঁদ ডুবিল ঐ   শ্যামচাঁদ এলো কৈ
বিরহ যাতনা সই   সহি লো কেমনে"

চিত্রশিল্পী — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৬ পৌষ, ১৩৩০

প্রান্তরে

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

স্বপ্ন।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দিবা-স্বপ্ন।

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মানুষ আমাদের জন্য দেখিবার, পড়িবার, গর্ব্ব করিবার অনেক জিনিষই রাখিয়া গিয়াছে। ইতিহাস আছে, স্থাপত্য আছে, সাহিত্য আছে, ভাস্কর্য্য-শিল্পও আছে। এ সকল যদি না থাকিত, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান উপকরণগুলি হইতেই আমরা বঞ্চিত থাকিতাম। কারলাইল বলিয়াছেন—"মানুষ মানুষকে ভালবাসে, তাই মানুষের ইতিহাস।" লোকে চিত্র দেখিতে

দোটানা—দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
(প্রদর্শনীর ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত)

দেশে এ সকলের চর্চ্চার আবশ্যকতাই নাই। মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান। পেট ভরিয়া শুধু খাইতে পারিলেই মানবধর্ম্মের সার্থকতা হয় না। যদি তাহা হইত তবে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মনীতি, কাব্য,সাহিত্য—এগুলির অবতারণার কোন প্রয়োজনই হইত না।

পেটের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, মনের জন্যও খাদ্য তাহার চেয়েও বেশী দরকার। সাহিত্য শিল্প, এ সকল মানব মনের খোরাক দেয়। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব সময়ে এই খাদ্যের প্রয়োজন আছে ও থাকিবে।

এ-দেশে শিল্প-কলার চর্চ্চাও যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে ইহা স্থায়ী আসন পাইবে।

চন্দ্রহার—হেমেন মজুমদার
রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত

২৭ পৌষ, ১৩৩০

ভালবাসে, তাই চিত্র চর্চ্চা। ইতিহাস যেমন স্থায়ীভাবে রক্ষা করা দরকার, শিল্পের স্থায়ীত্বের চেষ্টা করাও তেমনি দরকার।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে, পড়িলে, অনুভব করিলে আনন্দ হয় না কি? ভারতের পথে পথে তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ ছড়াইয়া আছে, তাহাতে কত শিল্প, কত ইতিহাস, কত কাব্য-

কেশবিন্যাস

বিদ্যুৎ—যতীন্দ্র সেন

সাহিত্য-বিজড়িত। এযুগের কবি-শিল্পী যাহা রাখিয়া যাইবেন, পরবর্ত্তী যুগের লোকে তাহা দেখিয়া আনন্দিত না হইবে কেন! আমরা আজ অতীতের গৌরবময় দ্রব্যগুলির দিকে যেমন বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকি, তাহারাও তেমনি এ-যুগের কাব্য-শিল্প-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ধারার দিকে চাহিয়া তাহাদের পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে পারিবে।

বর্ত্তমান জাতি ভবিষ্যৎ জাতির জন্য ইহাই করিয়া থাকেন; বর্ত্তমান ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্থায়িত্বের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ললিত-কলার বিভিন্ন আবশ্যকতার কথা আশা করি পাঠক উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশে তিন বৎসর পূর্ব্বেও এত বড় একটা অভাব দূরীকরণার্থ কাহারো চেষ্টা

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোণার আচল খসা
হাতে দীপশিখা" রবীন্দ্রনাথ

ছিল না। আমাদের কতিপয় উদীয়মান শিল্পীর যত্ন ও চেষ্টায় যে শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদ্বারা, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে দেশ ও দশের ভিতর ললিত কলার বহুল প্রচার ও উপলব্ধি হইবে।

ভাস্কর্য্য

ভাস্কর্য্য বা খোদাই কার্য্য আমাদের দেশে অতি অল্প দিন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্য্যের অনুশীলন কিছুকাল পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল। বড়ই সুখের বিষয় বাঙ্গালায়ও ভাস্কর্য্যের অভ্যুদয় দেখা দিয়াছে। তরুণ ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিকের Soul of the soil একটি চমৎকার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। পরিশ্রমী কৃষক নিজের দেহ পাত করিয়া যে ফসল উৎপন্ন করে, চিত্রে তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বিষয় বস্তু অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও চাহিবামাত্র বঙ্গের কৃষক মূর্ত্তিটি পরিস্ফুট করিয়া দেয়। শিল্পী পল্লীর সরল প্রাণ কৃষকের সারল্যমণ্ডিত মুখ-খানিতে যদি অধিক মনোযোগ দিতেন, আরও ভাল হইত।

ভি পি কারমাকারের Conch Blowing বা শঙ্খধ্বনি একটা উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য-শির।

লাট্টু খেলা—P. Karmaker

ইহাতে ভাবুকতার ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই শিল্পের বিশেষ সৌন্দর্য্য—এনাটমী বা দেহতত্ত্বের চমৎকার বিশ্লেষণ এবং Graceful pose বা নিখুঁত ভঙ্গী।

Laughter—Mahtre
বৃদ্ধের হাসি

সান্ধ্যবর্ণনা—সার দেশাই

শিল্পীর কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। শিল্পী তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহার জন্য শিল্পী ভাস্কর্য্যের প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

দেবীপ্রসাদ রায়অঙ্কিত আচার্য্য অবনীন্দ্র নাথের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ কৌশল উচ্চাঙ্গের না হইলেও, অবনীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার যথেষ্ট নিদর্শন ইহাতে আছে। অর্থাৎ anatomical perfection বা দেহতত্ত্বের পূর্ণতার অভাব হইলেও আর একটা জিনিষ শিল্পরাজ্যে আছে, তাহা ভাব। শিল্পী সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন এবং তাহাতে সফলতাও লাভ করিয়াছেন।

২৭ পৌষ, ১৩৩০

কারমাকারের অঙ্কিত Sketch of Love মূর্ত্তিটি দরিদ্র-ঘরের একখানা মনোরম চিত্র। মা ও ছেলের ভিতর যে অনাবিল স্নেহের সম্বন্ধ, ভাস্কর তাহা নিখুত করিয়া ফুটাইয়াছেন।

প্রমথনাথ মল্লিকের Morning dew বা প্রভাতের শিশির শিল্পে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্টের বেশ প্রমাণ আছে। ভাস্কর্য্য নিদর্শনের ভিতর দিয়াও সলাজ মধুর ভঙ্গিটি হাড়ে হাড়ে বাঙ্গালীত্ব পরিস্ফুট করিতেছে। জাতিয়তা না হারাইয়া শিল্পের উন্নতি অধিক বাঞ্ছনীয়।

কালিয় দমন আর্য্য চৌধুরী

(ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)

আর একটি ক্ষুদ্র ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, মাত্রের Laughter বা হাসির রূপ। বার্দ্ধক্যের সরল খোলা প্রাণের হাসির রূপটি মূর্ত্তিটিকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর একটি মাতালের মূর্ত্তি আছে। এ ভাস্কর্য্য-টুকুতে অঙ্গ-সৌন্দর্য্য না থাকিলেও জিনিষটিকে এক দৃষ্টিতেই ধরাইয়া দেয়। ভাস্করের যশ বহুদিন পূর্ব্বেই বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ফ্যাডকের অন্যান্য শিল্প অপে- এটি অনেকাংশে হীন।

অয়েল পেন্টিং বা তৈল-চিত্র

এ-বছরের তৈলচিত্র বিভাগে ভাল জিনিষের সমা- অল্প হইয়াছে। অনেক চিত্র আছে যাহা গুণে বড় হইলে- প্রদর্শনী হইতে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করি-

নিবেদন—যতীন্দ্র সেন

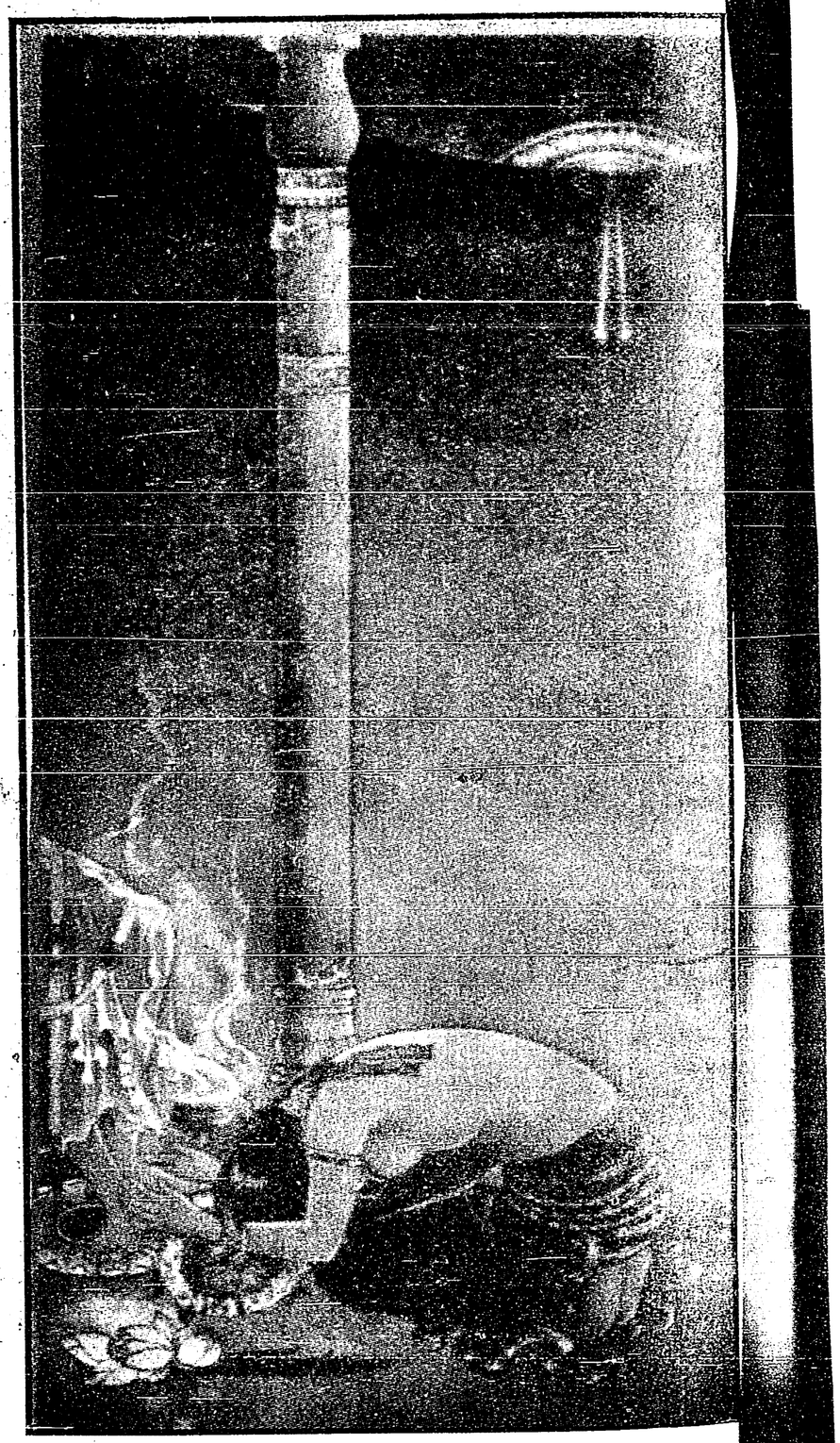

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

Helping Hand

দিনমজুর—অতুল বসু

নাই। তন্মধ্যে দু'খানা বিদেশী শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র ... তা ছাড়া যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত ... প্রতিকৃতি একখানা সুন্দর তৈল-চিত্রের উদাহরণ। ... অঙ্কিত আরও তিনখানা স্বভাব দৃশ্য বা Landscape চি... যামিনীবাবু স্বভাব দৃশ্য অঙ্কণে সিদ্ধহস্ত। এই গুলিতেও ... বাবুর যশঃ অক্ষুণ্ণ আছে। সেগুলির বর্ণ সম্পাত ... মনোরম, বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া সে-সকল ছবি মুদ্রিত ... চিত্র প্রাণহীন শব হইয়া পড়িবে এই ভয়েই পুণঃ-মুদ্রিত করিতে সাহস করি নাই।

হেমেন্দ্র মজুমদারের দিবা-স্বপ্ন ও ফকির চিত্র দু'খানির একখানিতে বর্ণ-কৌশল ও অপরখানিতে তুলির কৌশল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দিবাস্বপ্ন আমরা এই সংখ্যার

রবার্টসন অঙ্কিত বালক।

২৭ পৌষ, ১৩৩০

আবরণ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। "ফকির"ও অচিরে কোন না কোন কাগজে বাহির হইবে আশা করি। চন্দ্রহার ও অপরিচিত চিত্র দুইখানি প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র। দুইখানিই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রৌপ্য-পদক পাইয়াছে।

অতুল বসুর অঙ্কিত Helping Hand বা দিনমজুর আমাদের দেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কি কঠোর পরিশ্রম করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর দেহ ভঙ্গিমায় তাহা সুস্পষ্ট।

সান্ধ্য বন্দনা। একটা জাতির ছায়া অনায়াসে জ্ঞাপন করিতেছে। চিত্রে প্রাণ আছে! যদিও কলা-কৌশলে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে নাই।

প্রহ্লাদ কর্ম্মকারের লাট্টু খেলা চিত্রখানায় সজীবতা আছে। শিল্পী তরুণ হইলেও এ কাজ দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়।

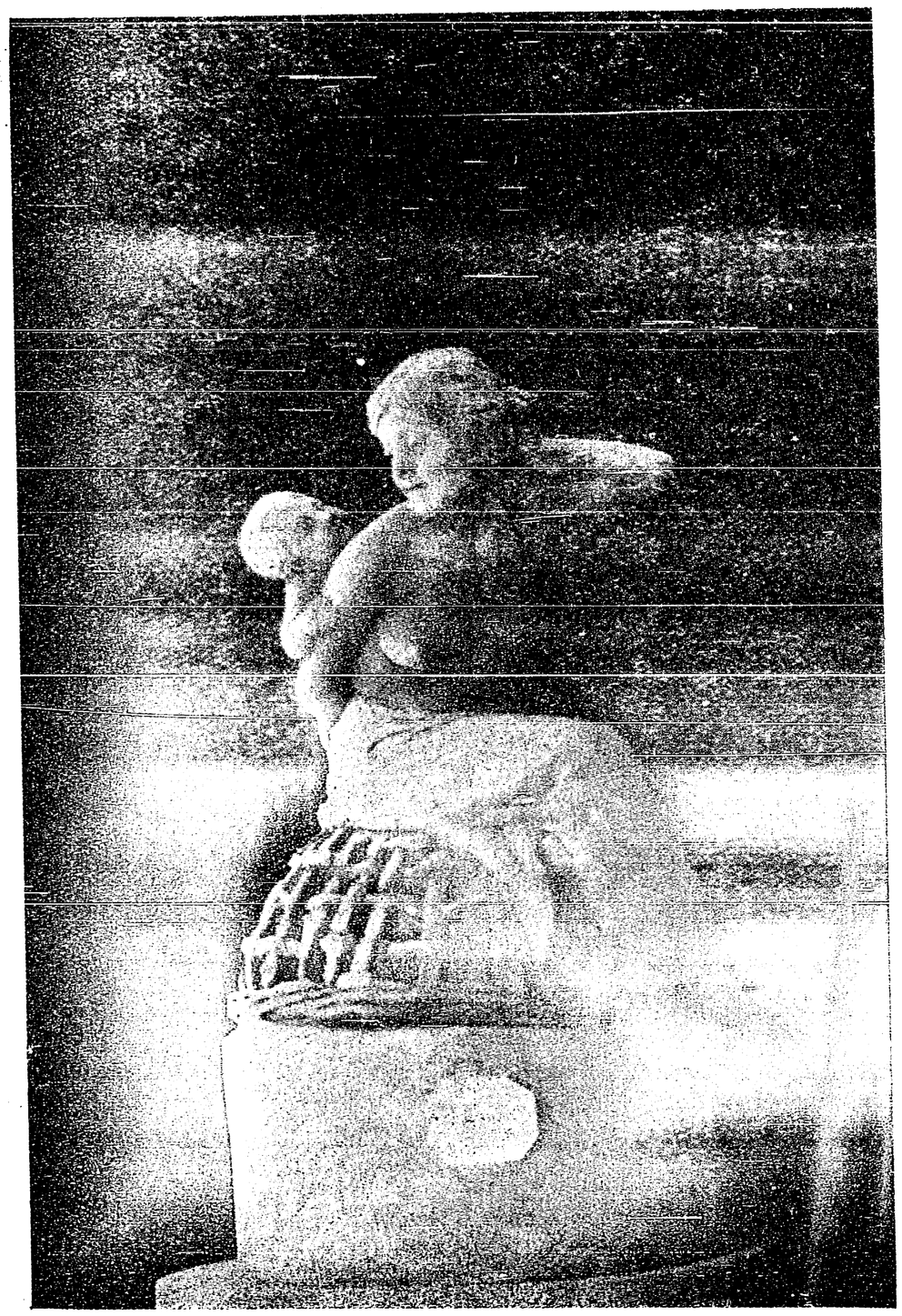

A Sketch of Love—Karmakar
মাতৃস্নেহ।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

এম, এন ঘোষের দময়ন্তী চিত্রে বর্ণ বিন্যাস বা দেহ সৌন্দর্য্য বা অঙ্কণ-নৈপুণ্যের নিদর্শন পরিস্ফুট না হইলেও চলন-ভঙ্গিতে দময়ন্তীর চরিত্রগত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। এ শ্রেণীর চিত্রে। দেহতত্ত্বের অনুশীলন শিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

আর একখানি চিত্র বিদেশীয় হস্তের—The Picture of Dorian gray— শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। চিত্রের ভিতর একটি ইতিহাস আছে। স্থানাভাবে আমরা তাহা দিতে পারিলাম না। ইতিহাস বাদ দিলেও সহজ চক্ষের দৃষ্টিতে যুবকের নিবিষ্ট ভাব শিল্পীর অঙ্কন-নিপুণতার পরিচায়ক। দেহতত্ত্ব হিসাবেও চিত্রখানি অনেকটা নিখুঁত।

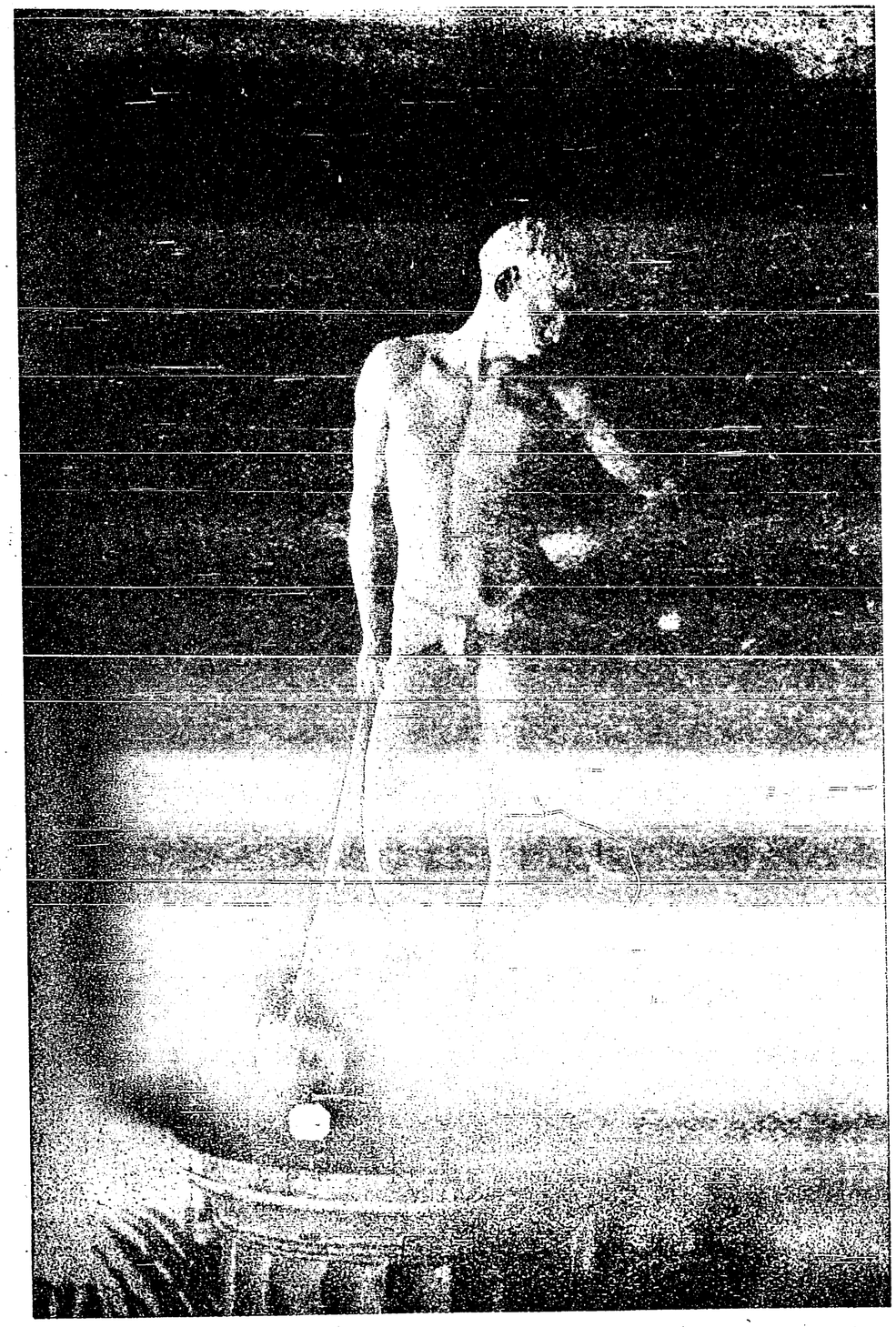

A Soul of the Soil—P. N. Mallik.

ডোরিয়ান গ্রে—অজ্ঞাত

ওয়াটার বা জল-রঙ চিত্র

এবারকার প্রদর্শনীতে জল-রঙ চিত্রের বিশেষ প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় আমাদের দেশের শিল্পীদের জল-রঙের উপর দখল অয়েল পেন্টিং বা তৈল-চিত্রের চেয়ে অনেক বেশী। যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং বর্ণ বিশ্লেষণে অনেকগুলি চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে।

ভবানীচরণ লাহা অঙ্কিত "মহরমের দৃশ্য" তাঁহার পূর্ব্ব-অঙ্কিত বহু চিত্রকে পরাস্ত করিয়াছে। এত অল্প সময়ের ভিতরে চলচ্চিত্র বা Sketch এবং বর্ণের অপূর্ব্ব মিশ্রণ অব্যাহত রাখিয়া এমন নিখুঁত হইতে পারে, এ চিত্রখানি তাহার যথার্থ নিদর্শন। তাঁহার অঙ্কিত "কাশী" চিত্রেও ঐ সকল গুণের অভাব নাই।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের Unknown বা 'অপরিচিত' নিমেষের অঙ্কিত বলিয়া বোধ হয়। কুলনারীর পথের সম্মুখে অজানা অচেনা আগন্তুকের আগমন ঘটিয়া বধূটির যে লাজজড়িত দশা ঘটাইয়াছে, তাহাই চিত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়। এক-মাত্র ভ্রূভঙ্গীটি তাহার আশু বিপদের সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিতেছে।

ভগ্ন পুতুল

জল-চিত্রের আর একখানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যামিণী রায়ের "চাষা"। বিলাসিতা-বর্জ্জিত দরিদ্র চাষা,হুকা হাতে নিত্যকার কর্ত্তব্যের পথে প্রফুল্লচিত্তে চলিয়াছে; এ দৃশ্যটি যামিনী রায়ের সহজ ও সুদক্ষ তুলিকার ভঙ্গিতে বিশেষ প্রাণগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। দীন-হীন দুঃস্থ কাঙ্গালের চিত্রাঙ্কণে যামিনীবাবুর পূর্ণ সমবেদনা দেখিতে পাই। তাঁহার তুলিকায় পূর্ব্বেও দরিদ্র নারায়ণের বহু মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

জ্যোতিশ সিংহের all alone চিত্রটিতে লাজ বিজড়িত ভঙ্গিমা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোমল তনুলতাটি তরঙ্গায়িত হইয়া দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। আমরা এই বহুবর্ণ চিত্রখানি সচিত্র শিশিরের পাঠক পাঠিকাগণকে পরে উপহার দিব।

যতীন্দ্রনাথ সেনের Lightening বা বিদ্যুৎ একখানা সুন্দর চিত্র। প্রদর্শনীর উপযুক্ত আলোকের অভাবে ভাল ভাল চিত্রগুলিকেও বড়ই নিষ্প্রভ করিয়া তুলে। এই চিত্রখানি একটু ক্ষুদ্র রূপকে আবদ্ধ। নিবিড় নীলের কোলে শুভ্র বিদ্যুৎ জ্যোতির ভিতরে অর্দ্ধস্ফুট তরুণী শায়িতা। কিন্তু হঠাৎ চাহিবামাত্র একটা জ্যোতির সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। চিত্রখানায় নূতনত্ব আছে।

তাঁহার অঙ্কিত Enchantress মোহিনী চিত্রখানাতেও একটি চমৎকার লিপি-কৌশল আছে। তবে চিত্রখানায় বৈদেশিক ছায়া একটু বেশীমাত্রাতেই পড়িয়াছে দেখা গেল। জাতিয়তার অভাব যতীনবাবুর চিত্রে এই প্রথম। তাঁহার "অগুরু" চিত্র নিমেষে ভারতের জাতিয় বিশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়।

স্বীয় প্রতিকৃতি—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

যতীন সেন-অঙ্কিত নিবেদন চিত্রখানি আমাদের বেশ লাগিয়াছে।

আর্য্যকুমার চৌধুরীর কালিয় দমন বর্ণ-বিশ্লেষণে নূতনত্বে পূর্ণ। কিন্তু এই শ্রেণীর চিত্র এত দুর্ভেদ্য যে সৌন্দর্য্য দর্শন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ করা যায় না। আমরা আর্য্যকুমার বাবুকে এই ধরণের চিত্র আঁকিতে বেশী দেখি নাই। তিনি একজন বিখ্যাত আলোক চিত্র-শিল্পী।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী অঙ্কিত "দোটানা" চিত্রে বহু বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্ঘ্যহস্তে একটি স্ত্রীলোক দেওয়ালের ধারে 'হেলাইয়া' দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বামপদ অঙ্কণ বিভ্রম বশতঃ এত সম্মুখে বিরজিত হইয়াছে যাহাতে আমাদের মনে একটু খট্‌কা লাগিয়াছে। দেখিলাম ইহাই প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র।

চাষা—যামিনী রায়
(একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত)

অপরিচিত—হেমেন্দ্র মজুমদার
(বিশেষ পুরস্কার রৌপ্য-পদ প্রাপ্ত)

২৭ পৌষ, ১৩৩০

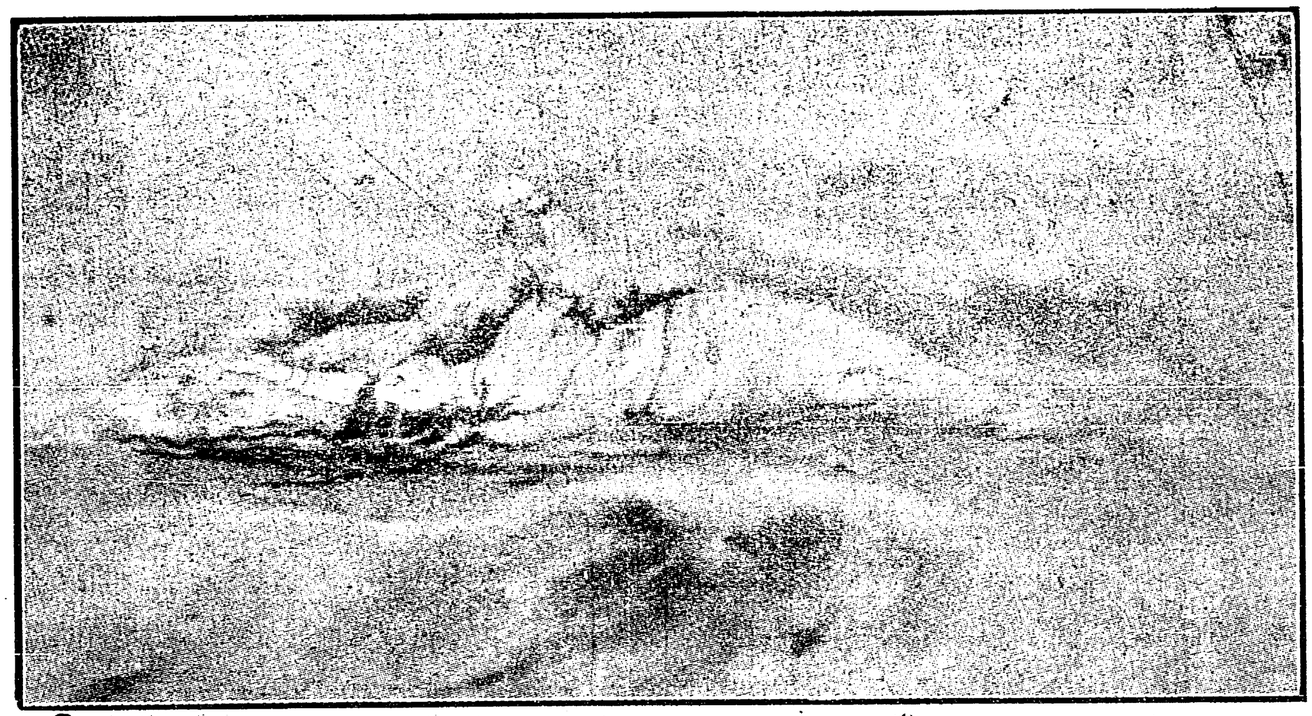

মোহিনী—যতীন্দ্র সেন

Niobe—E. Darling.

নিয়োবী পুত্র-কন্যার শোকে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিলেন এইরূপ কথিত আছে।

কেশবিন্যাস চিত্রে ভঙ্গির সার্থকতা দেখিতে পা
যায় এবং বিচারে এদেশীয় রুচির আধিক্যও যথেষ্ট আছে

প্রদর্শনীতে কয়েকজন ইংরেজ ও ইংরেজ মহিলার
রঙ চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত প্রদর্শনীতে ক
গুলি তরুণশিল্পী (Students work) শিল্পকার্য্য বি
ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকখানা চিত্রে
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহা অনেক নামজা
শিল্পীদের চিত্রেও সচরাচর দৃষ্ট হয় না। দুঃখের বিষয়
শিল্পীদের অনেক চিত্রে অকালপক্কতার নিদর্শনও অ
দেখিলাম। ঐ সকল শিল্পীদের নিকট হইতে ভবি
বিশেষ আশা আমাদের নাই!

প্যাষ্টেল বা খড়ির অঙ্কণ ও রেখাচিত্র

হেমেন্দ্র মজুমদারের চন্দ্রহার খড়ির অঙ্কণ-চি
একটি প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। চিত্রের বিশেষ উ

যোগ্য বস্তু বর্ণের সমাবেশ। বিষয়বস্তু অতি সামান্য; শুধু একটা দেহভঙ্গি দ্বারা রূপের সৃষ্টি করাই শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য।

ই, ডারলিংয়ের অঙ্কিত Study চিত্রে খড়িচিত্রের নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিদেশীয়, তথাপি কলাশক্তি চিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকট। তাঁহার Niobeও সুন্দর!

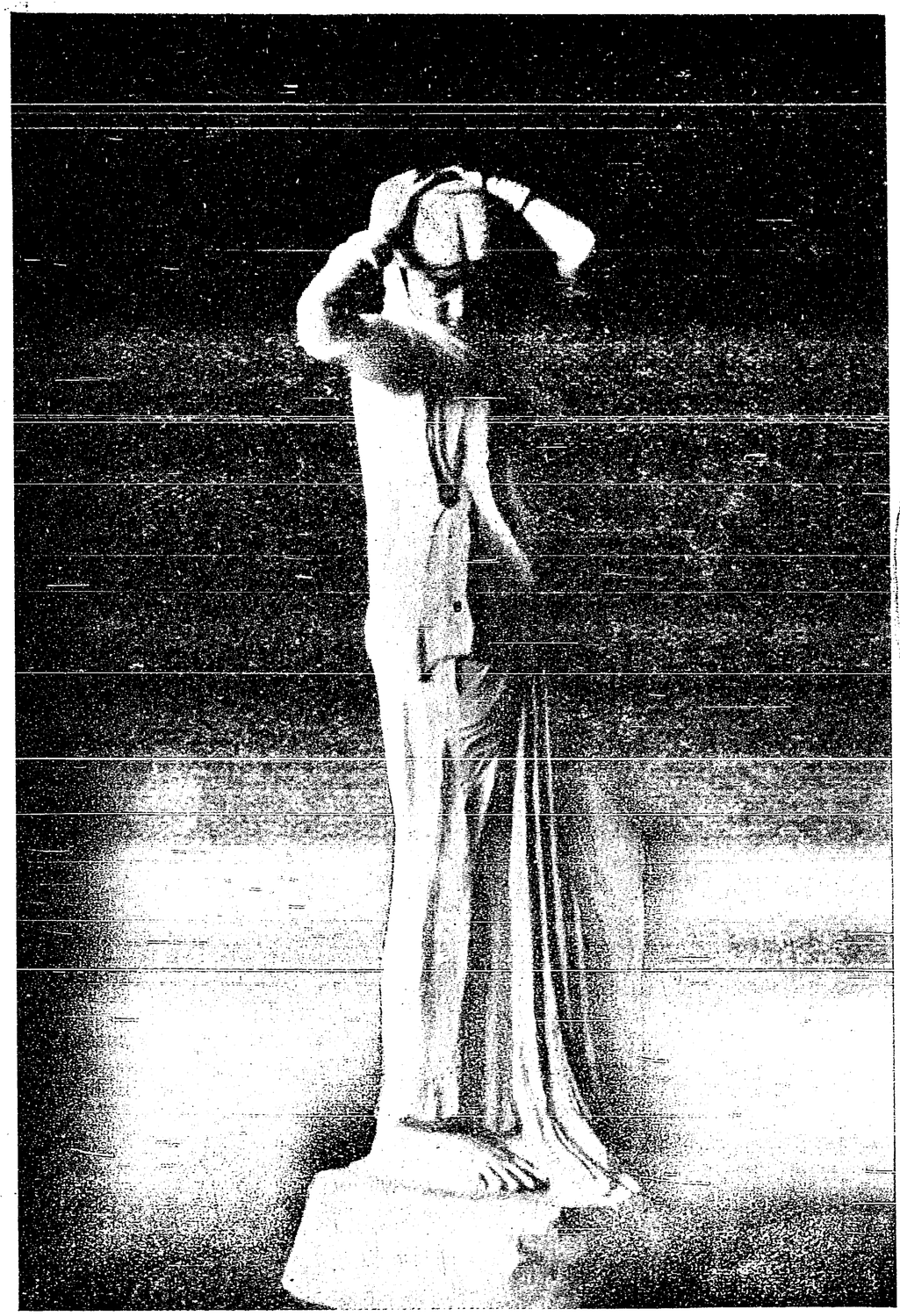

প্রভাতের শিশির

Morning Dew—P. N. Maliik

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

২৭ পৌষ, ১৩৩০

মাতাল—ফ্যাডকে

রেখাচিত্রে সতীশ সিংহের Goin: home কালি-কলম-বিভাগের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র। চিত্রখানির প্রত্যেকটি রেখাই ভাব ব্যঞ্জক। সতীশসিংহ প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে পুরস্কার ও পদক পাইয়া আসিতেছেন। এইবার কালি-কলম বিভাগে কোন বাঙ্গালী শিল্পীই পদক ও প্রাইজ পান নাই। আমরা সতীশ বাবুর চিত্রগুলি সচিত্র শিশিরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিব, এই জন্যই ফটো দিলাম না।

যতীন্দ্র সেনের "অগুরু" বহু পুরাতন চিত্র হইলেও নয়নানন্দকর। সতীশ সিংহের পুস্তক-আবরণ-পৃষ্ঠা-চিত্র "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে"—কমার্সিয়াল আর্ট বা ব্যবসায় শিল্পের একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আবদার রহমান চাঘতাইয়ের কতকগুলি রেখা-চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রেখাগুলির বিশেষত্ব—অতীব করুণ। এই রেখাচিত্রগুলি ভারতীয় চিত্র-কলা পদ্ধতির অনুবর্ত্তী।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

A Study—Evelyn Darling.

দময়ন্তী—এম্, এন্, ঘোস

যতীন্দ্রকুমার সেনের Dancer চিত্রে তাঁহার যশের তুলনায় মৌলিকতার অভাব। তাঁহার Rainy Light চিত্রটি বর্ণ-চাতুর্য্যে মনোজ্ঞ হইয়াছে।

এস্থলে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। প্রদর্শনীতে চিত্র সমাবেশ হইবার পর গুণানুসারে তাহাদের যথার্থ সন্নিবেশ আবশ্যক। এবার অনেক চিত্র দেখিলাম যাহা আলোকে বা আঁধারের অভাবে শিল্পীর যশ অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছে। চিত্র ঝুলান সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের প্রথম কর্ত্তব্য—যে সকল চিত্র গুণে বড় হয়, তাহাদের স্থান সর্ব্ব প্রথম নির্দ্দেশ করা; তবে একথাও ঠিক প্রত্যেক চিত্রকে যথাযোগ্য স্থানে নির্দ্দেশ করা যায় না কিন্তু বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে দেখিলাম অনেক অনুপযুক্ত চিত্র যথার্থ উল্লেখ যোগ্য চিত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইয়াছে। যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় প্রদর্শনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে

সাঁওতালী নাচ—পি, সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা ।

২৭ পৌষ, ১৩৩০

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভবানীচরণ লাহার নাম আছে। তাঁহারা থাকিতে কোনরূপ অন্যায় অত্যাচারের কথা উঠাই অন্যায় বলিয়া আমাদের মনে হয়।

সর্ব্বশেষে আমাদের নিজস্ব কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। আমরা জানি, বিদেশীয় বড় বড় প্রদর্শনীতে "প্রেস ডে" থাকে, অর্থাৎ যাহাতে কাগজ ওয়ালারা প্রদর্শনীতে আসিয়া শিল্পের আলোচনা, দোষগুণ বিচার করিবার সুযোগ পান এবং তাহা শিল্পের বহুল প্রচারের জন্য তাঁহাদের কাগজে প্রচারও করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের শিল্প-প্রদর্শনীতে এরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার, নতুবা শিল্পের প্রচার হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে এই অভাবটা আমাদের বড়ই বেশী বাজিয়াছে, যাহার জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা একাধিক সুন্দর চিত্রের প্রতিলিপি ও তাহার বর্ণনা পাঠক সাধারণকে দিতে পারিলাম না। কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি দিলে সাহিত্য ও শিল্প উভয় কলাই উপকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহানুভূতি—পি, মজুমদার

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

পরীর দেশের স্বপ্ন—এস্, মিত্র

২৭ পৌষ, ১৩৩০

প্রথম তুলিকাপাত—পি, সি, চক্রবর্ত্তী

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

নৃত্য—যতীন্দ্র সেন

২৭ পৌষ, ১৩৩০

বাদলার আলো— যতীন্দ্র সেন

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

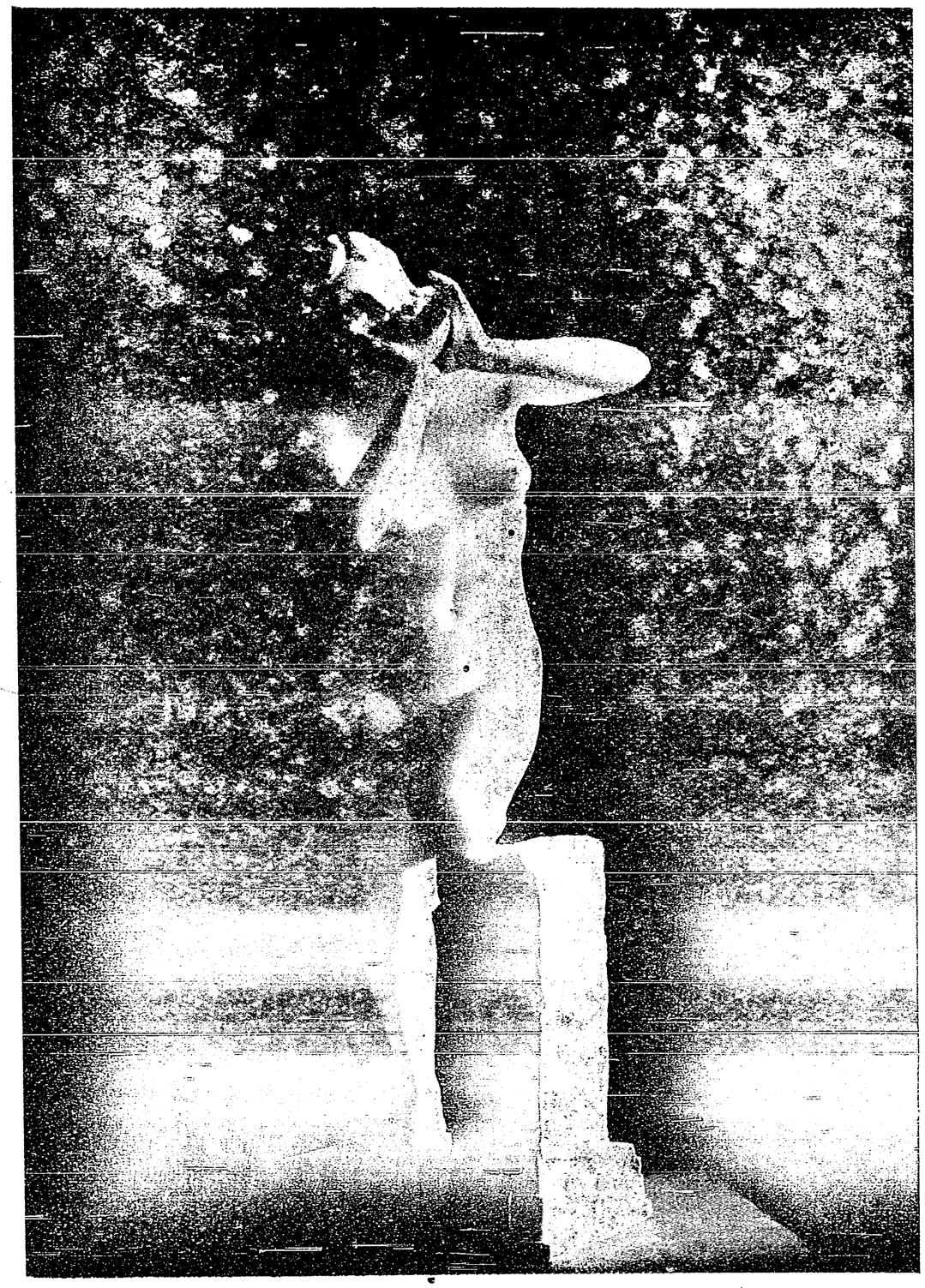

শঙ্খধ্বনি—কারমাকার

(ভাস্কর—শিল্পের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত)

বালিকা মূর্ত্তি—ম্যাক্সওয়েল।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

বালক—রবার্টসন।

* শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্রগুলির প্রতি-চিত্র তুলিয়াছেন, ৩৯ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ডি, পাল।

২৭ পৌষ, ১৩৩০

সচিত্র শিশির

স্নানার্থিনী।

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ।

MULTI COLOUR DOCUMENTS

"বিদায় করেছি যারে নয়ন-জলে—
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে।"

শিল্পী — শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

১২ মার্চ, ১৩১০ MULTI COLOUR DOCUMENTS

নীলাম্বরী।

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে।

MULTI COLOUR DOCUMENTS

নিভৃতে।

শিল্পী—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।

MULTI COLOUR DOCUMENTS

অনমনে।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ।

সূর্য্যমুখী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে

নীরব ভাষা

শিল্পী—শ্রীসতীশ সিংহ।

MULTI COLOUR DOCUMENTS

চন্দ্রহার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

২৫ ফাল্গুন, ১৩৩০

গোয়ালিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সিংহ।

কাণের দুল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

শিল্পী

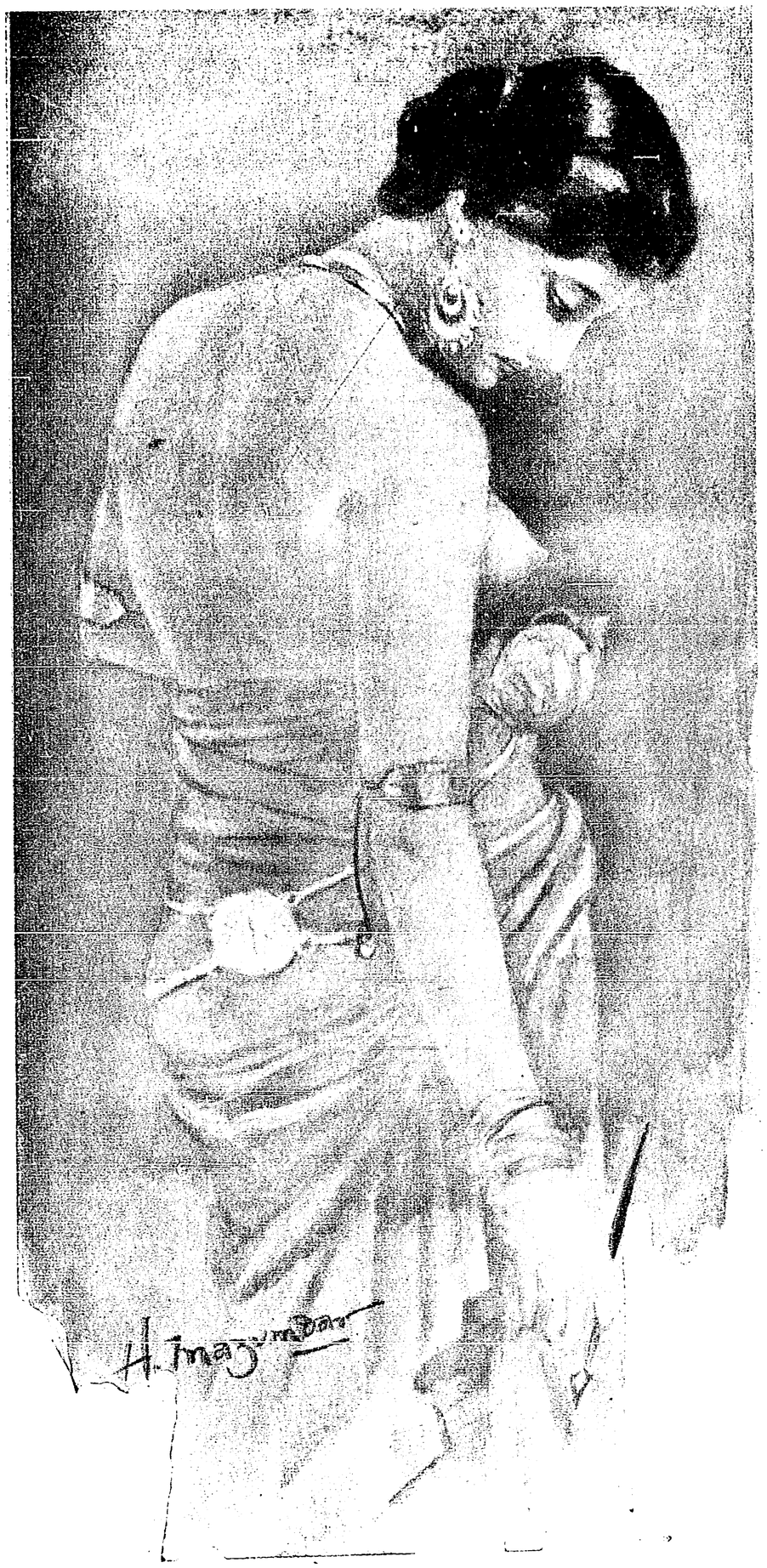

শিল্পী —শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

৯ চৈত্র , ১৩৩০

শিল্পী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

৯ চৈত্র, ১৩৩০

[illegible] মাধুরী

শিল্পী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে

সচিত্র শিশির——

প্রসাধন

[শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

২৩ চৈত্র, ১৩৩০

সচিত্র শিশির———

প্রার্থনা